যেভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন পুলিশের দু’কর্মকর্তা

হারুনূর রশীদ ৭.০৭: শনিবার ২রা জুলাই ২০১৬::

গুলশানের ৭৯নং সড়কের বেকারি ও রেস্তোঁরা ব্যবসা। রাত তখন ৯টার উপরে বাজে। রেস্তোঁরা ও বেকারির কর্মচারীরা নিত্যদিনের মতই ব্যস্ত। ঘর ভর্তী খদ্দের। রমজান মাস, ইফতারের জন্য আগে থেকেই এসে আসন নিয়ে বসে আছেন খদ্দেরগন।

হঠাত করেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে দোকানে ঢুকলো ৮/১০ জনের একটি দল। ভেতরে ঢুকেই তারা সকলকে সাবধান করে দিল এবং জনে জনে গিয়ে জানতে চাইলো ওরা কলেমা বলতে পারে কি-না। যারা পারলো না তাদেরকে ধারাল ছুরি দিয়ে জবাই করতে থাকলো। খুব সম্ভবতঃ এ ভাবেই ঘটেছিল রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে।

ওখানে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনায় পুলিশের দুই কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। তাদের একজন হলেন ডিবির সহকারী কমিশনার (এসি) রবিউল করিম, আরেকজন বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিন খান। পুলিশের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা কিভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন? তারা কী সতর্কতামূলক কোন ব্যবস্থার আওতায় বা আড়ালে থেকে এই অভিযানে শরিক হন নাই? তারা কি ঠিকই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে কাজে নামেন নি? এমনতর বহু প্রশ্ন আসতেই পারে মানুষের মনে। এ নিয়ে বাংলা ট্রিবিউন লিখেছে- রাত তখন সাড়ে দশটার একটু বেশি। পুলিশের একটি দল আর্টিজানের কাছাকাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই দলে ছিলেন রবিউল করিম, সালাহউদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা।
অভিযানে ছিলেন এবং দেখেছেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, একটা হ্যান্ড মাইক নিয়ে পুলিশের ওই দলটি আর্টিজানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে একজন কর্মকর্তা মাইকে বলছিলেন, ভেতরে কে কে আছেন, বেরিয়ে আসুন।
মাইকে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বোমা বিস্ফোরণ আর গুলি বর্ষণ। আচমকা গুলি বর্ষণ ও বোমা হামলায় পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাদের একজন সালাহউদ্দিন খান, অপরজন রবিউল করিম। কয়েকজন ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পিছু হটেন।
ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বোমা বিস্ফোরণের পর সালাহউদ্দিন কয়েক পা হেঁটে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ভয়ে কোনও পুলিশ কর্মকর্তা তাকে ধরতে যাননি। বেশকিছুক্ষণ তিনি পড়েছিলেন রাস্তার ওপর। পরে পুলিশের একটি গাড়ি এসে উদ্ধার করে সালাহউদ্দিন ও রবিউলকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তারা।
জানা যায়, পুলিশের ওই টিমে যারা ছিলেন কমবেশি তারা সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। আর্টিজানের কাছে যাওয়ার সময় তারা খুব একটা সতর্ক ছিলেন না। তারা এটাকে মামুলি একটা বিষয় মনে করেছিলেন। আর এজন্যই তাদের জীবন দিয়ে খেসারত দিতে হল।

রবিউল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এমন খবর পেয়ে তার মামা, তার স্ত্রী এবং সাত বছরের এক শিশু সাভার থেকে ইউনাইটেড হাসপাতালে যান। পথেই তারা জানতে পারেন রবিউল মারা গেছেন।
রবিউলের মামা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, রবিউলের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাদের ৭ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জে।

রবিউল বিসিএস ৩০তম ব্যাচের একজন কর্ককর্তা। গোয়েন্দা পুলিশের মহানগর উত্তরের মাদকবিরোধী টিমে কাজ করতেন তিনি। পরিবার নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে থাকতেন।